রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগষ্ট ২০, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং / ৫ই চৈত্র ১৪০৪ বাং

এস, আর, ও নং ২৩—আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৪)/৯৮—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXJII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :—

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	১২/৯৫
২।	আই, আর, ও, মামলা নং	০৮/৯৬
৩।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	০২/৯৬
৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	১১/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য : টাকা ৪.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১২/৯৫

মোবাশ্বের বিল্লা,
পিতা মৃত মৌলভী আবদুল্লাহ
গ্রাম মাইট ভাংগা
পোঃ হেলিশ্বর বাজার
থানা সন্দীপ, চট্টগ্রাম—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
এর পক্ষে উহার চেয়ারম্যান,
৫নং দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (হিসাব)
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি
৫নং দিলকুশা বা/এ,,
ঢাকা-১০০০।

(৩) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর)
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি
৮৫ নং-সিরাজ দৌলা রোড,
নারায়নগঞ্জ—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত : মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায়ের তারিখ : ২৯-৬-৯৭ ইং

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার আওতায় দরখাস্তকারী মোবাশ্বের বিল্লা কর্তৃক আনীত একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে তিনি ২-৭-৯৫ইং তারিখে লস্কর হিসাবে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ৩১-১২-৯১ইং তারিখ ডেক টেণ্ডার (নং-৮১৬৭২) হিসাবে অবসর গ্রহন করিয়াছেন। অবসর গ্রহনকালে তাহার মজুরী ছিল ২২০০ টাকা। প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৩-১২-৯৪ ইং তারিখের অফিস আদেশ মূলে তাহার অবসরজনিত চূড়ান্ত ভাতা বা আনুতোষিক মোট ১,৫৮,৪০০ টাকা মজুরী আদেশ প্রদান করা হয়। একই সংগে তাহার আনুতোষিক হইতে ৭৫,২৫৭.০৪ টাকা বে-আইনীভাবে কাটিয়া রাখিয়া ৫-১২-৯৪ তারিখ তাহাকে ৮৩,১৪২.৯৬ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কাটিয়া রাখা ৭৫,২৫৭.০৪ টাকা ফেরত পাইতে অধিকারী এবং প্রতিপক্ষ দিতে আইনতঃ বাধ্য কারণ তাহার চাকুরী-

কালীন সময় তিনি কোন মালামাল ঘাটতির ঘটনা জানেন না এবং তাঁহাকে কোন ডেবিট নোট প্রদান করা হয় নাই বা মালামাল ঘাটতি সংক্রান্ত কোন রূপ শোকজ বা কৈফিয়ত তলব করা হয় নাই দরখাস্তকারী কোন প্রকার ঘাটতির জন্য দায়ী নহে। তাহার জন্ম তারিখ ১৯৩৭ ইং সনে। সেই অনুযায়ী ডিসেম্বর/৯৪ সনে অবসর গ্রহণ করার কথা। কারণ তার জন্ম তারিখ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ৩১-১২-৯১ইং তারিখে প্রতিপক্ষগণ অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। কাজেই তাহাকে উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রার্থনায় তৎকর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ কর্পোরেশন এর পক্ষে চেয়ারম্যান কর্তৃক অত্র মোকদ্দমায় লিখিত জবাবের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা বিভিন্ন হেতুতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর পূর্বতন মালিক ছিলেন আই, জি, আর, এন, এস, কোম্পানী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উক্ত কোম্পানীর মালিকানা পি, ও ২৮/৭২ অনুযায়ী কর্পোরেশনের বর্তাইয়াছে। ফলতঃ কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীদেরকে স্থায়ী হিসাবে গণ্য করিয়া আই, জি, আর, এন, এস, কোম্পানীর নিয়মই ১৯৯১ সন পর্যন্ত চালু রাখেন। পূর্বের নিয়ম অর্থাৎ আই, জি, আর, এস, কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী ইনচার্জ ব্যাংক হিসাবে মাষ্টার/সারেংকে কৈফিয়ত তলব চার্জসীট প্রদান করা হইলে এবং কোন ঘাটতির ক্ষেত্রে ইনচার্জ/ব্যাংক হিসাব মাষ্টার/সারেংকে কৈফিয়ত তলব বা চার্জশীট প্রদান করা হইলে সকল কর্মচারীদের প্রতি উক্ত ঘাটতির দায়ী বর্তাইত। দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালীন মোট ২৫টি পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত পরিবহণ জনিত ঘাটতি কেসের সাথে জড়িত থাকায় তাহাকেসহ জলযানের অন্যান্য নাবিকগণ ও মাষ্টার ইনচার্জকে তলব করা হয়। তাহারা কৈফিয়তের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের বা প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত ঘাটতির দায়ীর অনুকূলে মাষ্টার ইনচার্জকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কর্পোরেশনের সারকুলার মোতাবেক অর্থাৎ প্রতিটি ঘাটতি ১৫০০০ টাকার উর্দ্ধে হইলে তদন্ত সাপেক্ষে এবং ১৫০০০ টাকার নীচে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট নৌযানের সকল কর্মচারীদের নিকট হইতে ডেবিট নোটের প্রতিটি ঘাটতির আনুপাতিক হিস্যা আদায় করা হইয়া থাকে। দরখাস্তকারীকে ২৫টি দাবির অনুকূলে মাষ্টার ইনচার্জ সারেংসহ তাহার প্রতি ডেবিট নোট জারী করা হয়। যাহা তাহার সার্ভিস বহি হইতে ও পে বহিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দরখাস্তকারীর তাহার আনুপাতিক হিস্যা ৭২,৮৬২.০৪ টাকা কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালীন জমা না করায় তাহার আনুতোষিক হইতে উক্ত টাকা ডেবিট নোটের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তণকৃত অর্থ বিধি-সম্মত ভাবে কর্তণ করায় দরখাস্তকারী ফেরত পাওয়ার হকদার নহে। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) দরখাস্তকারী তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তণকৃত ৭৫,২৫৭.০৪ টাকা ফেরতের আদেশ পাইতে হকদার কিনা।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ইহা স্বীকৃত যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত থাকিয়া ৩১-১২-৯১ ইং তারিখে ডেক টেন্টার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার চাকুরী সংক্রান্ত বহি, প্রদর্শনীর-১ এর ২২ পৃষ্ঠাতে এবং তাহার প্রাপ্য আনুতোষিক আদেশ প্রদর্শনী-২ মোতাবেকও তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ যে, ৩১-১২-৯১ ইং তারিখ তাহা সমর্থন করে। অত্র

মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর বক্তব্য মতে প্রতিপক্ষগণ ১,৫৮,৪০০ টাকা আনুতোষিক মঞ্জুরী করিয়াছেন। উক্ত মঞ্জুরীকৃত ১,৫৮,৪০০ টাকা হইতে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ব্যতিরেকে ৭৫,২৫৭·০৪ টাকা কর্তন করায় তিনি উহা ফেরতের নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, ডেভিট নোট বাবদ ৬৮,২২৪.৫৮ টাকা এবং তৈল সংক্রান্ত দাবী বাবদ ৪,৬৩৭·৪৫ টাকা একুনে ৭২,৮৬২·০৪ টাকা কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসংগে দরখাস্তকারী মোবাশ্বের বিল্লা, পি ডব্লিউ-১ হিসাবে তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে বলেন যে, প্রদর্শনী-৩ মূলে ৬৮,২২৪·৫৮ টাকা সহ ৫,৬৩৭·৪৬ টাকা যোগে সর্বমোট ৭২,৮৬২·০৪ টাকা কর্তন করা হয়, তিনি তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে বলেন যে, সে চাকুরীতে থাকাকালে তাহার বিরুদ্ধে কোন ঘাটতির অভিযোগ ছিল না বা ডেবিট নোটও ইস্যু করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শনী খ-সিরিজ মূলে ২৪টি পরিসংক্রান্ত ঘাটতি কেসে ডেবিট নোট ও অন্যান্য কাগজাদি যেমন কোন কোনটিতে মাষ্টারের প্রতি শোকজ, তদন্ত প্রতিবেদন, ডেবিট নোট ইত্যাদি ফিরিস্তি যোগে দাখিল করা হইয়াছে এবং ঘাটতি আদায় সংক্রান্ত দাখিলকৃত সারকুলারের ফটোকপি, প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রদর্শনী-খ সিরিজ হইতে কোথাও পরিদৃষ্ট হইতেছে না যে দরখাস্তকারীর উপর কথিত তৈল ঘাটতি সংক্রান্ত কৈফিয়ত তলব বা অভিযোগ নামা জারী করা হইয়াছিল বা তিনি উহার জবাব দিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনী-খ সিরিজে রক্ষিত কাগজাদি হইতে ইহাও প্রমানিত হয় না যে, দরখাস্তকারী তৈল ঘাটতি সংক্রান্ত বা ডেবিট নোট প্রসংগে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা স্বীকৃত যে প্রদর্শনী-ক তে উল্লেখিত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৫,০০০ টাকার ঘাটতির দাবী বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জল পরিবহনের ক্রুদের নিকট হইতে ডেবিট নোট এর মাধ্যমে আদায়যোগ্য হইবে এবং উহার উর্দ্ধের দাবীর ক্ষেত্রে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দাবীকৃত অর্থ পারসোনাল বিভাগ হইতে প্রেরিতব্য হইবে। কারণ উক্ত সিদ্ধান্তে এইরূপ কোন বক্তব্য উল্লেখ নাই যে, ঘাটতির সং উল্লেখিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ বা কৈফিয়ত তলব করা হইবে না।

এই প্রসংগে ইহা উল্লেখ যে, ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারায় ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে যে বিধান রাখা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত ধারায় ৭ ধারায় (২) উপধারার (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কর্তনের ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির অবহেলা বা ত্রুটির দরুণ মালিকের ক্ষতির পরিমানের চেয়ে বেশী হইতে পারিবে না বা নিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ কর্তনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া অনুরূপ কর্তনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য ভাবে করা যাইবে না।

আলোচ্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ বা প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডেবিট নোট জনিত ও তৈল ঘাটতির আনুপাতিক হিস্যা জনিত কর্তনের প্রসংগে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপরে উল্লেখিত বিধি বিধান প্রতিপালিত হয় নাই।

কাজেই প্রদর্শনী-৩ এর ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে ৭২,৮৬২·০৪ টাকা কর্তনের যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার আইনানুগ ভিত্তি না থাকায় দরখাস্তকারী উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ৭২,৮৬২·০৪ টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ-

গণকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
২৯-০৬-৯৭
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর ও মামলা নং ৮/৯৬

মাহতাব জাহান, জুনিয়র পার্সার, পি-৩১৯৬৪
ফ্লাইট পরিচর্যা বিভাগ
বিমান জিয়া প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স বিমান ভবন,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) পরিচালক, গ্রাহক সেবা,
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স
জিয়া প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা।

(৩) উপ-মহা ব্যবস্থাপক, ফ্লাইট পরিচর্যা,
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
জিয়া প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান,
জনাব আনোয়ারুল আফজাল, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব এম, এ, হামিদ (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ: ২৯-৬-৯৭ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের ৩১-৮৯৫ ইং তারিখের পত্র নম্বর ডাকফি/এ/৮২/পি-৩১৯৬৪/৯৫/৬৬১ প্রত্যাহারের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদনে প্রথম পক্ষ মোঃ মাহতাব জাহান কর্তৃক আনীত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষিপ্তাকারে মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে বিগত ১৫ বৎসর যাবত চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান স্বচ্ছ। তিনি বাংলাদেশ বিমান ফ্লাইং সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন অব কেবিন ক্রু রেজিষ্টার্ড নং বি-১৯১৪ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং উক্ত ইউনিয়নটি একটি যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি। উক্ত ইউনিয়নের সহিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিভিন্ন সময়ের সার্কুলার মোতাবেক কোন একজন ক্রুর ডিউটি হওয়ার ৮ ঘন্টা হইবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাড়ে এগার ঘন্টা পর্যন্ত হইতে পারিবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিলে বা দেরী বা বিকল্প ঘাটতি কারণে উহা সর্বোচ্চ সাড়ে পনের ঘন্টা পর্যন্ত হইতে পারিবে এবং সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্রু কম্প্লিমেন্ট প্রদান করিতে হইবে। ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ, পরিচালক, গ্রাহক সেবা কর্তৃক তাহাকে ইং ৬-৪-৯৫ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ইং ২০-৪-৯৫ তারিখে একটি কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়। উক্ত নোটিশে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বিজি-০০৬/০১০৪৯৫ ফ্লাইটটি লন্ডন হইতে ঢাকা আসার পথে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া যান। উহার ফলে তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দেন এবং উহাতে উল্লেখ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মোটেও ঠিক নয়। তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেন ও চীফ পার্সার এর অনুমতিক্রমেই জাহাজ হইতে ডিউটি শেষে নামিয়া যান এবং তাহার নামার কারণ সম্পর্কে তিনি শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি হিসাবে উল্লেখ করেন। একাধারে সাড়ে ছয় ঘন্টা ডিউটি করার পর আরও ১০ ঘন্টা ডিউটি করা সম্ভব ছিল না বিধায় তিনি পূর্বেই চীফ পার্সার ও ক্যাপ্টেনকে অবহিত করেন। যাহা তাহাদের রিপোর্ট ও টেলেক্স হইতে প্রমানিত হইবে। ইহার পর ইং ৬-৬-৯৫ তারিখে একই বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক আর একটি চার্জশীট প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত চার্জশীটে আনীত অভিযোগও অস্বীকার করেন। ফলতঃ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করার জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি ইং ২৭-৬-৯৫ তারিখে তদন্তে হাজির হন এবং তাহার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তাহার বক্তব্যে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাহার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পক্ষের কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয় নাই এবং তাহার বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করা হয় নাই। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখে তাহার উপর তিনটি শাস্তি আরোপ করতঃ একটি পত্র প্রদান করেন। শাস্তি তিনটি হইল: (ক) তিরস্কার, (খ) ৩ বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ এবং (গ) ৩ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ডিউটি প্রদান। উপরোক্ত শাস্তি তিনটি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সার্ভিস রেগুলেশন ও শ্রম আইনের পরিপন্থি। তিনি উক্ত বে-আইনী শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে ইং ১৯-৯-৯৫ তারিখে একটি বিভাগীয় আপীল দায়ের করেন। উক্ত আপীলের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান না করায় পুনরায় তিনি একটি তাগাদা পত্র প্রদান করেন। উক্ত তাগাদা পত্রের উত্তরে ইং ১৮-২-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জানানো হয় যে, তাহার আপীল বিবেচনা করা যাইবে না। দ্বিতীয় পক্ষের সারকুলার নং ডিএসি/রেস/৭২/৮৪, তারিখ ৮-১-৮৪ মোতাবেক কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করিতে হইলে উক্ত কর্মচারী যে ইউনিয়নের সদস্য তদন্তে সেই ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তাকে উপস্থিত রাখিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তাকে রাখেন নাই। তদুপরি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যে অভিযোগ তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত অভিযোগ মোটেও সঠিক নহে। কারণ প্রথম পক্ষ তাহার শারিরীক অসুস্থতার কথা ক্যাপ্টেন ও চীফ পার্সারকে জানানোর পর তাহারা হোটেল হইতে অন্য ক্রুদেরকে আনার চেষ্টা করেন এবং তাহারা কেহ কেহ আসিতে না চাওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের পত্র মূলে যে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে উহা বাতিলযোগ্য মর্মে আবেদন জানাইয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে লিখিত জবাব মূলে অত্র মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উক্ত লিখিত জবাবে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমার কোন কারণ না থাকায় কারনাভাবে খারিজযোগ্য এবং সাধারণ ও বিশেষ তামাদিতে বারিত। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক চলিতে পারে না। অপরদিকে ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখে শাস্তি আদেশের বিরুদ্ধে কোন গ্রীভান্স পিটিশান না পাঠানোর কারণে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান অনুসারে মোকদ্দমাটি আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয় পক্ষের সহিত বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের এবং বাংলাদেশ বিমান ফ্লাইং সার্ভিসেস এসোসিয়েশন কেবিন ক্রুর সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক একজন ৮ ঘন্টা, সাড়ে এগার ঘন্টা এবং সাড়ে পনের ঘন্টা ডিউটি নির্ধারিত হইতে পারিবে। ইহা ব্যতিরেকে সমিতির সহিত চুক্তির বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের কোন বিরোট থাকিলে তাহা চুক্তি মোতাবেক আরবিট্রেশনের মাধ্যমে সমাধা করিতে হইবে। অপরদিকে প্রথম পক্ষকে দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ কোন অতিরিক্ত কাজ করান নাই। দ্বিতীয় পক্ষ সংগত কারণে বিভাগীয় তদন্ত চলাকালীন প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেন এবং তৎকর্তৃক বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত সম্পন্ন করা হয় এবং অন্যান্যদেরকে শুনানীর পর প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের আদেশ মোতাবেক তাহাকে তিনটি শাস্তি প্রদান করা হয়। ইহা সত্য নহে যে, প্রথম পক্ষের কোন স্বাক্ষ্য নেওয়া হয় নাই। এমতাবস্থায় ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের শাস্তি প্রদানের আদেশ বে-আইনী নহে। প্রথম পক্ষের উপর আরোপিত শাস্তি বাংলাদেশ বিমান করপোরেশনের ৫৬(১) বিধি অনুযায়ী আরোপিত হইয়াছে বিধায় তাহা দ্বিতীয় পক্ষের সার্ভিস রেগুলেশন ও শ্রম আইনের পরিপন্থি নহে। প্রথম পক্ষের আপীল বিবেচনান্তে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যাখান করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের আরজীর প্রার্থনা খারিজ করার নিমিত্তে আবেদন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়:

(১) অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় কিনা?

(২) অত্র মোকদ্দমা সাধারণ ও বিশেষ তামাদিতে বারিত কিনা?

(৩) অত্র মোকদ্দমা কারনাভাবে খারিজযোগ্য কিনা?

(৪) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখে প্রদত্ত আদেশমূলে প্রথম পক্ষের উপর আরোপীত শাস্তি তিনটি বাতিল যোগ্য কিনা এবং শাস্তি তিনটির মাধ্যমে প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান পরিচ্ছন্ন রাখার অর্জিত অধিকার খর্ব করা হইয়াছে কিনা?

(৫) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা বা অন্যকোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর: ১,২,৩,৪ ও ৫:

আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। তবে ১ নং বিচার্য বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ যে, অত্র মামলা রক্ষনীয়তার বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ইং ৮-৭-৯৬ তারিখের ৮ নং আদেশ মূলে উত্থাপিত বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। উক্ত আদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফতাব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে মোকদ্দমার রক্ষণীয় বিষয়ে শুনানী গ্রহণ করা হইল। নথি পর্যালোচনা করা হইল এবং প্রথম পক্ষের দরখাস্ত ও দ্বিতীয় পক্ষের জবাব এবং রক্ষণীয় বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের দরখাস্ত বক্তব্য বিষয়ে উভয় পক্ষের শুনানী বিবেচনা করা হইল। ইহা স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত একজন কর্মচারী। বিভাগীয় মোকদ্দমায় তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করনের আদেশসহ পরবর্তীতে বিভাগীয় শৃংখলা মূলক কার্যক্রমের শাস্তি হিসাবে ৩ ধরনের শাস্তি ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের আদেশমূলে প্রদান করা হয় ; যাহা নিম্নরূপ :

(ক) তিরস্কার, (খ) ৩(তিন) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ, (গ) সংশোধনী।

ব্যবস্থা হিসাবে ৩০শে নভেম্বর ৯৫ ইং পর্যন্ত তাহাকে কেবল মাত্র অভ্যন্তরীন ফ্লাইট-এ নিয়োজিত করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য এই যে, যেহেতু ১৯৬৫ সালে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক শাস্তির আদেশের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই, উক্ত শাস্তির বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট গ্রীভান্স পিটিশান আকারে দাখিল করা প্রয়োজন এবং এই আইনের ২৫ ধারার বিধান মোতাবেক মামলা দায়ের যোগ্য এবং তাহা না করায় এই মামলা অচল।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী এই মর্মে যুক্ত উত্থাপন করেন যে, প্রথম পক্ষ এখনও চাকুরীতে কর্মরত। কাজেই বিভাগীয় কার্যক্রমে যে শাস্তি আরোপ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাইতে হইলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারাই একমাত্র বিধান। সুতরাং শাস্তিটি আইনানুগ হইয়াছে কিনা তাহা অত্র আদালত কর্তৃক এই আদালত বিচার্য হইবে। আমি উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনানী অন্তে ও কাগজাদি নিরক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, যেহেতু প্রথম পক্ষ এখনও চাকুরীরত কাজেই তাহার মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয়। বিজ্ঞ- সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে রক্ষণীয় বিষয়ক দরখাস্তটি নোতারকা শুনানী অন্তে খারিজ হইল। আগামী ২৪-৭-৯৬ তারিখ মূল মামলায় শুনানী।

উপরোক্ত অবস্থায় আলোচ্য বিষয়ে নতুন করিয়া আর কোন পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। যেহেতু মোকদ্দমার বিষয়বস্তু মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক, ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের প্রদত্ত আদেশ মূলে প্রথম পক্ষের উপর তিনটি শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান পরিচ্ছন্ন রাখার অর্জিত অধিকার খর্ব করা হইয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা আনয়নের কারণ রহিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং মোকদ্দমাটি কারনাভাবে খারিজযোগ্য নহে।

অপরদিকে, নালিশী দরখাস্ত উল্লেখিত বক্তব্য মোতাবেক উহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ইং ৪-৬-৯৬ তারিখে দায়েরকৃত হইয়াছে। কাজেই, মোকদ্দমাটি সাময়িক বা বিশেষ তামাদিতে বারিত হওয়ার কোন অবকাশ নাই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

এক্ষণে বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ও ৫ প্রসংগে ইহা উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষ স্বীকৃত মতে জুনিয়র পার্সার, পি-৩১৯৬৪। তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে জুনিয়র পার্সার হিসাবে প্রায় বিগত ১৫ বৎসর যাবত চাকুরী করিয়া আসিতেছেন এবং বর্তমানেও তিনি চাকুরীরত

করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ যে, বাংলাদেশ বিমান ক্লাইং সার্ভিসেস এসোসিয়েশন অব কেবিন ক্রু রেজিঃ বি-১৯১৪ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইহা স্বীকৃত। প্রথম পক্ষের আরজিস্থ বক্তব্য মোতাবেক তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাবের ৫ পৃষ্ঠার উল্লেখিত উক্তি মোতাবেক প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া বিমান ক্রুর দায়িত্ব পালন না করিয়া বিমান হইতে নামিয়া যাওয়ায় বিমানের সুনাম নষ্ট হইয়াছে। এই বক্তব্য ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক এমন কোন কাগজাদি দাখিল করা হয় নাই যাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে যে প্রথম পক্ষের বিগত চাকুরীকাল তথা তাহার চাকুরীর খতিয়ান অপরিচ্ছন্ন বা কলুষপূর্ণ ছিল। ইহা উল্লেখ্য যে বিমান হইতে নামিয়া যাওয়ার পরিস্থিতিটি অত্র মোকদ্দমার পর্যালোচনার বিষয়।

এই প্রসংগে আরও উল্লেখ্য যে, যুক্তিতর্ক শ্রবণ কালে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য পেশ করা হয় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক বিধায় তাহার চাকুরীর খতিয়ান কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটি একজন শ্রমিকের জন্য শুধু বাধ্যবাধকতাই নহে, শ্রমের বিনিময়ে ইহা তাহার অর্জিত অধিকার। কাজেই, এই অধিকার আইনও নিয়ম বহির্ভূত শাস্তির মাধ্যমে ক্ষুন্ন করা হইলে তৎক্ষেত্রে তিনি তাহার চাকুরীর খতিয়ান পরিচ্ছন্ন রাখার অধিকার কার্যকরনের নিমিত্তে উক্ত শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করার নিমিত্তে আইন, আর, ও মোকদ্দমার মাধ্যমে শ্রম আদালতে নিবেদন করিতে পারেন এবং তৎলক্ষ্যেই প্রথম পক্ষ কতৃক অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ জনাব মাহতাব জাহান কর্তৃক তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং তৎকর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথা বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ বিমান ক্লাইং সার্ভিসেস এসোসিয়েশন অব কেবিন ক্রুর এর মধ্যেকার ইং ২০-৮-৮৭ তারিখের চুক্তিনামা, প্রদর্শনী-২ এবং উক্ত চুক্তিনামার ৫১ ও ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রদর্শনী-২, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে দেয় ইং ৬-৪-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশ, প্রদর্শনী-৩, প্রথম পক্ষের প্রতি ইং ২০-৪-৯৫ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ, প্রদর্শনী-৪ ও প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জবাব প্রদর্শনী-৫, ইং ৬-৬-৯৫ তারিখে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৬, এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১৭-৬-৯৫ তারিখে দাখিলী জবাব, প্রদর্শনী-৭, তদন্তে ইউনিয়নের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত ইং ৮-১-৮৪ তারিখের সার্কুলার, প্রদর্শনী-৮, ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষের উপর আরোপিত বিভাগীয় শাস্তিমূলক আদেশ, প্রদর্শনী-৯, উক্ত শাস্তির বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৯-৯৫ তারিখে দেয় গ্রীভান্স পিটিশান, প্রদর্শনী-১০, বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ কর্মচারী চাকুরী বিধি ৫৯ ধারা ও শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ৬-১-৯৬ তারিখে গ্রীভান্স পিটিশানের ফটোকপি, প্রদর্শনী-১১, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উহার জবাব, প্রদর্শনী-১২, প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন কর্তৃক ইং ১৩-৯-৯৫, ৫-১০-৯৫, ৫-১০-৯৫, ১০-৪-৯৫, ৭-৪-৯৫, ৩০-৫-৯৫ এবং ইং ২৬-৫-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে দেয় স্মারক নামা সমূহ, প্রদর্শনী-১৩, সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অপরদিকে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপক (আইন), মোঃ শফিকুল ইসলাম কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং তৎকর্তৃক তদন্তে গৃহীত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের জবান বন্দিসমূহের ফটোকপি, প্রদর্শনী-ক সিরিজ এবং সাক্ষ্যের মূল্যায়নের ফটোকপি, প্রদর্শনী-খ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদি ও কাগজাদির ভিত্তিতে ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষকে প্রদর্শনী-৩ মূলে ইং ৬-৪-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং অপরদিকে প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ, প্রদর্শনী-৪ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে লণ্ডনস্থ হিথ্রো বিমান বন্দরে আনা হইলে বিমানের ক্যাপ্টেন, চীপ পার্সার

ও ষ্টেশন ম্যানেজারের কাহারও অনুমতি না নিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া যাওয়ার এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করায় তাহার বিরুদ্ধে কেন শৃংখলামূলক বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর জন্য ৯৬ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়। প্রদর্শনী-৫ হইতে দেখা যায় যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করতঃ তৎকর্তৃক এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে টেকনিকেল কারণে জাহাজ উড়িতে দেরী থাকায় জাহাজে আরোহীত প্যাসেঞ্জারগণ উত্তোজত হইয়া উৎশৃংখলতার সৃষ্টি করে যাহা প্রথম পক্ষকে সামাল দিতে হইয়াছে। অতঃপর তিনি শারিরীক ও মানসিক ক্লান্তির কথা জাহাজের ক্যাপ্টেন ও চীপ পার্সারকে জ্ঞাত করিয়া ও ডিউটির অপরাগতার কথা জানাইয়া জাহাজ থেকে নামিয়া যান। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৬ হইতে দেখা যায় যে, ১৯৭৯ সনের বাংলাদেশ বিমানের চাকুরী বিধি মালার ৫৫(১) (বি) এর আওতায় ৫৫(২) (এ) এইচ (আই)(এম) এবং (জেডবি) এর বিধান মোতাবেক দায়িত্বহীন আচরণ ও কর্তব্য অবহেলার কারণে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রদর্শনী-৭ মূলে উক্ত অভিযোগের জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবে প্রথম পক্ষ কর্তৃক এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, তাহার শারিরীক ও মানসিক অবস্থা ঐ মুহূর্তে অতিরিক্ত কাজের জন্য ফিট ছিল না বিধায় বিনয়ের সাথে অপরাগতা প্রকাশ করিয়া ক্যাপ্টেন ও চীপ পার্সারকে অবহিত করিয়া তিনি ফ্লাইট ত্যাগ করেন। প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, অভিযোগ সমর্থনে ফ্লাইট পরিচর্যা বিভাগের মোঃ সোলেমানকে বিমান কর্তৃক ইং ২৭-৬-৯৫ তারিখ জবানবন্দির স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং ঐ একই দিনে তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব এম,এ, ফারুক, সহকারী ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রথম পক্ষ জনাব সাহতাব আহমেদের ও জবানবন্দির স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং ইং ২৯-৬-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জনাব মোঃ সোলেমানকে জেরা করা হয় এবং একই ভাবে ঐ একই দিন তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রথম পক্ষকে প্রশ্নাকারে জেরা করা হইয়াছে দেখা যায়। প্রদর্শনী-খ মূলে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছে মর্মে ইং ১৮-৭-৯৫ তারিখে এক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি-তর্ককালীন সময় এই মর্মে তাহার বক্তব্য স্থাপন করেন যে, যে ষ্টেশন ম্যানেজার ক্যাপ্টেন ও চীফ পার্সারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে অভিযুক্ত হইয়াছে তদন্তে তাহাদেরকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরা করার সুযোগ দেওয়া হইতে বঞ্চিত করায় তদন্ত ন্যায় বিচার পরিপন্থি ও পরিচ্ছন্ন হয় নাই। অপরদিকে তিন কর্মকর্তা বৃন্দের লিখিত অভিযোগটি প্রথম পক্ষকে সরবরাহ না করায় তদন্তটি একপেষে, মৌল অধিকার পরিপন্থি হইয়াছে। এবং প্রথম পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী মোঃ সোলেমান এর জেরার স্বাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, চীপ পার্সার, ক্যাপ্টেন, ষ্টেশন ম্যানেজারের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে আরও দেখা যায় যে, উক্ত রিপোর্টগুলি প্রথম পক্ষকে দেওয়া হয় নাই বা দেখানো সম্ভব নয় মর্মে স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরোক্ত স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য বিবেচনায় ইহাই পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, যে রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইল সেই রিপোর্ট প্রথম পক্ষকে জ্ঞাত না করানো যে ষ্টেশন ম্যানেজার, ক্যাপ্টেন, চীপ পার্সারের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে অভিযুক্ত করা হইলে তা তাদেরকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরা করিবার অধিকার বঞ্চিত করায় একদিকে যেমন প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাস্টিস লংঘিত হইয়াছে অপরদিকে তদন্ত কার্যক্রম বায়াস্ট হইয়াছে দেখা যায়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকারী হইতেছে ষ্টেশন ম্যানেজার, ক্যাপ্টেন ও চীপ পার্সার। পদবী বা মর্যাদায় যে আসনেই তিনারা থাকুন না কেন অভিযুক্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক তদন্তে তাহাদেরকে জেরা করার অধিকার সব সময় বিদ্যমান ছিল। এই অধিকার বঞ্চিত করায় প্রথম পক্ষকে

আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রসংগত ইহা উল্লেখ্য যে, ফৌজদারী কার্য মতে যখন কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় তখন সেই অভিযোগ প্রমানের দায়িত্ব বর্তায় অভিযোগকারীর উপর অভিযুক্তের নয়। এবং অভিযোগ প্রমানের নিমিত্ত যে সকল সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় সেই সকল সাক্ষীগণকে প্রতিপক্ষ পক্ষ হইতে জেরা করা হইলে তাহার প্রেক্ষিতে সাক্ষ্যগত যে সকল সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয় তাহা অভিযুক্তের অনুকূলে বর্তায়। বিভাগীয় কার্যক্রম একটি কোয়াসি ক্রিমিনাল কার্যক্রম। কাজেই, কার্যক্রমে ষ্টেশন ম্যানেজার, চীপ পার্সার ও ক্যাপ্টেনকে তদন্তে পরীক্ষা না করানোর প্রেক্ষিতে যে, সাক্ষ্যগত সুবিধার উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রথম পক্ষের অনুকূলে বর্তাইতেছে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক প্রদর্শনী-৯ মূলে আরোপিত শাস্তি প্রসংগে আরও উল্লেখ করা হয় যে, যেহেতু অসদাচারনের অভিযোগে আনীত একটি বিভাগীয় কার্যক্রমে তিনটি শাস্তি যথা- (ক) তিরস্কার, (খ) ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ এবং (গ) সংশোধনী ব্যবস্থা হিসাবে ৩০শে নভেম্বর ৯৫ ইং পর্যন্ত প্রথম পক্ষকে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীন রুটইট এ নিয়োজিত করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এই শাস্তি তিনটি বিধি সম্মত নহে।

অপরদিকে বাংলাদেশ বিমানের নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী কতৃক বাংলাদেশ বিমান চাকুরী বিধি মালার ৫৫(১) ধারা উল্লেখপূর্বক এই মর্মে তাহার বক্তব্য রাখা হয় যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একই বিধি মালার ৫৬ ধারার বিধির আওতায় এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারেন। কাজেই, বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সঠিকভাবেই প্রথম পক্ষের উপর শাস্তি আরোপ করা হইয়াছে।

আমরা এই প্রসংগে বাংলাদেশ বিমানের ১৯৭৯ সনের চাকুরী বিধি মালায় সংশ্লিষ্ট বিধি নম্বর ৫৫ ও ৫৬ ধারা অবলোকন করিয়াছি। ৫৫(১) (সি) বিধিতে বর্ণিত বিধান মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ৫৬ বিধিতে বর্ণিত যে কোন বা একটির অধিক শাস্তি যেমন সেনসার বা স্থায়ী বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করণ ইত্যাদি প্রদান করিতে আইনগতঃ কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে প্রশাসনিক আদেশ মূলে সংশোধিনী ব্যবস্থা হিসাবে প্রথম পক্ষকে ৩০শে নভেম্বর ’৯৫ পর্যন্ত কেবল মাত্র আভ্যন্তরীন রুটইট নিয়োজিত করার সিদ্ধান্তটি শাস্তিমূলক আদেশে উল্লেখ করা সঠিক হয় নাই মর্মে পরিলক্ষিত হইতেছে। কারণ শৃংখলা মূলক বিভাগীয় কার্যক্রম সব সময় বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের অনুরূপ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হয়। কাজেই, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যাহাই থাকুক না কেন এইরূপ কার্যক্রমের শাস্তির আদেশে উহা উল্লেখ থাকায় উহা বিধি বহির্ভূত আদেশ হিসাবে গণ্য যোগ্য মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-৮ এর ভিত্তিতে তদন্তে ইউনিয়ন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার আহবান না জানানোতে পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে।

উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাক্ষীদের সকল সাক্ষ্য বিবেচনাক্রমে এবং সকল কাগজাদি বিশ্লেষণক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইলাম যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত তদন্তে প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাষ্টিসের বিধানাবলী অনুসরণীয় হয় নাই এবং তদন্তটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ হয় নাই। আমি একই সংঙ্গে এই অভিমত পোষণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রদর্শনী-৯’ মূলে প্রথম পক্ষকে যে শাস্তি আরোপ করা হইয়াছে তাহাও বিধি বহির্ভূত। কাজেই, আমি মনে করি প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইতে হকদার,। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানিতে বিনাখরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ৩১-৮-৯৫ তারিখের পত্র নম্বর ডাকসিএ/৮২/পি-৩১৯৬৪/৯৫/৬৬১ প্রত্যাহারের নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।
অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
২৯-৬-৯৭
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-২/৯৬

মোঃ মিজানুর রহমান,
৪০৩, গাওরাব, দক্ষিণ খান, রোড,
পোঃ আশকোনা, থানা উত্তরা, ঢাকা-১২৩০—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বসুন্ধরা গ্রুপ অব কোম্পানী, সেনা কল্যাণ ভবন,
১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিঃ, এ পাবলিক কোম্পানী লিঃ, বাই শেয়ারস এন্ড ইন্টারপ্রাইজ অব বসুন্ধরা গ্রুপ, সেনা কল্যাণ ভবন ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত: মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায়ের তারিখ ২৯/৬/৯৭।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার মোতাবেক দরখাস্তকারী মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক আনীত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষিপ্তাকারে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এই যে, তিনি ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখে ১ নম্বর প্রতিপক্ষের অধীনে সিনিয়র ডিপটি জেনারেল ম্যানেজারের পদে কাজে যোগদান করেন। তিনি কোন ম্যানেজারিয়াল বা প্রশাসনিক কার্যের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাহার মাসিক বেতন ১১,০০০ টাকা। তিনি ইং ২২-১০-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে বিরতিহীনভাবে ৬ (ছয়) মাস-চাকুরীকাল সম্পন্ন করিয়া এ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হন। প্রতিপক্ষ ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে ১ (এক) মাসের বেতন প্রাপ্যতার আদেশসহ চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন।

আইন মোতাবেক তিনি ৪ মাসের টারমিনেশন বেনিফিট ও ১ মাসের ক্ষতিপূরণ পাইতে অধিকারী। কাজেই তিনি টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ বাকী ৪ মাসের পাওনার দাবীতে এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে ১ ও ২ নম্বর প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলক্রমে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী কোন প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল না বা তিনি ইং ২২-১০-৯৫ তারিখে একজন স্থায়ী শ্রমিক হইয়াছেন আরজীর এই বক্তব্য উক্ত জবাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তাহাদের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারীকে ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখে চাকুরীতে সিনিয়র ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে মাসিক ১১,০০০ টাকা বেতনে কাজে যোগদান করেন এবং তাহকে ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। তাহার নিয়োগ পত্রের ৪ নম্বর শর্ত মোতাবেক তাহাকে টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ১ মাসের বেতন দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, দরখাস্তকারী কর্তৃক টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ৪ মাসের বেতন এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ মাসের বেতন পাওয়ার দাবী সঠিক নহে বা বাদী তাহার প্রার্থীত ৪৪,০০০ টাকার আদেশ পাইতে হকদার নহে। এমতাবস্থায়, তাহার মোকদ্দমা খরচসহ খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় রক্ষণীয় কিনা?

(২) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে টারমিনেশন বেনিফিট হিসাবে ৪৪,০০০ টাকার আদেশ পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে দরখাস্তকারী ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে সিনিয়র ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদে কাজে যোগদান করেন এবং প্রতিপক্ষ কতৃক প্রদর্শন-২ এর ভিত্তিতে ইং ৩১-১০-৯৫ তারিখে তাহার চাকুরী অবসান ঘটানো বা চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। সময়কাল বর্ণনাতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ৬ মাস ৬ দিন প্রতিপক্ষের অধীনে কর্মরত ছিলেন। এই প্রসংগে দরখাস্তকারী মোঃ মিজানুর রহমান, পি, ডব্লিউ-১, হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষে মোঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী পাওয়ার অব এটর্নি প্রদর্শনী'ক' এর ভিত্তিতে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন। ইহাও স্বীকৃত যে দরখাস্তকারীর সর্বমোট মাসিক বেতন ১১,০০০ টাকা ছিল। তিনি তাহার টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ৪ মাসের মজুরী এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও এক মাসের অর্থ দাবী করিয়া আরজীর প্রার্থনার অংশে ৪ মাসের টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ৪৪,০০০ টাকা দাবী করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তিনি আরও দাবী করেন যে, তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, তিনি তাহাদের অধীনে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কার্যাদি সম্পাদন করিতেন বিধায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১(৬) ধারার বিধান মোতাবেক তাহার বা দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য নহে। প্রতিপক্ষের এই বক্তব্যের সমর্থনে অত্র

আদালতে এমন কোন প্রমাণ দাখিল করা হয় নাই যাহা হইতে ইহা নির্ধারণ করা যায় যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পাদন করিতেন। উল্লেখ্য যে, পি, ডব্লিউ-১ এর জেরার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, তাহাকেসহ তাহার অপর তিন সহকর্মী ও ডি, জি, এম সাহেবের ছুটির ফরমে ছুটির জন্য সুপারিশ করিতেন। কিন্তু এই ধরনের কোন কাগজাদি আদালত সমুখে উপস্থাপন করা হয় নাই।

অপরদিকে পি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য মতে তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে ৬ মাস ৬ দিন চাকুরীরত ছিলেন। তিনি তাহার জবানবন্দির সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, ১ নম্বর প্রতিপক্ষ তাহাকে চার মাসের টারমিনেশন বেনিফিট এবং এক মাসের বেতন ক্ষতিপূরণ হিসাবে না দিয়া তাহাকে শুধুমাত্র এক মাসের বেতন দিয়া চাকুরী হইতে টারমিনেশন করিয়াছেন। তিনি তাহার জেরার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, তাহার অধীনে কোন কর্মচারী কাজ করিত না তিনি দৈনিক হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করিতেন এবং তিনি সকাল ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত ডিউটি করিতেন। তাহাকে কখনও কখনও ৬টা পর্যন্ত অফিসের কাজ করিতে হইত। শুধু শেয়ার এপলিকেশন ও শেয়ার এলোটম্যান্ট গ্রহণ করা ও খাতায় এন্ট্রি করাই ছিল তাহার কাজ।

আমি উভয় পক্ষের উপরে বর্ণিত স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, নিয়োগ পত্রের ৪নং শর্ত আইন পরিপন্থি বিধায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহাকে তাহার চাকুরী হইতে টারমিনেশন করার কারণে তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ৪ মাসের নোটিশ পে, ৬ মাসের অতিরিক্ত ৬ দিন কাজ করার কারণে তিনি ১ (এক) মাসের বেতন অতিরিক্ত হিসাবে পাইতে আইনতঃ হকদার। তবে তিনি আরজির প্রার্থনার অংশে টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ৪ মাসের মজুরী, বাবদ ৪ × ১১,০০০ = ৪৪,০০০ টাকা দাবী করায় তাহার দাবীকৃত অর্থই তিনি পাইতে হকদার হইবেন। উল্লেখ্য যে, তাহার দাবীকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২(৬) ধারায় তিনি একজন শ্রমিক বিধায় এবং মামলাটি ইং ২৮-১-৯৬ তারিখে, অর্থাৎ টারমিনেশনের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে দায়ের করায় ইহা একই আইনের ১৫(৫) ধারার বিধানে অত্র আদালতে দণ্ডনীয়। কাজেই, এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানিতে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। প্রতিপক্ষগণকে ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর চাকুরীর টারমিনেশন জনিত প্রাপ্য ৪৪,০০০ টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিবার নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫( ) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেক।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২৯-০৬-১৯৯৭ ইং।

আদেশের কপি

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নম্বর-১১/১৯৯৭

মঞ্জুর কবির, পিতা মৃত মহিউদ্দিন আহমেদ,
বাড়ী নম্বর-২৬, রোড নম্বর-৭, সিসিকালচার
হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মেসার্স ফেন্সি টয় কোম্পানী লিমিটেড,
ইহার অফিস-৭, হাটখোলা রোড, (ফাষ্ট ফ্লোর)
থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা, ইহার পক্ষে
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং ৬, তারিখ ১৮-৬-৯৭ ইং

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা যোগে উপস্থিত। মামলাটি রক্ষণীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী এই মর্মে আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ একজন ব্যবস্থাপক। ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১(৬) (এ) ধারা মোতাবেক অত্র আদালতে মামলা দায়ের করিতে অযোগ্য। কাজেই, তাহার মোকদ্দমা অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে। বক্তব্য শুনিলাম প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত বিধায় মোকদ্দমাটি খারিজ যোগ্য। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।